একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সংস্থাপন-২ শাখা
www.mole.gov.bd

স্মারক নং-৪০.০১০.০৩৮.০১.০০.০৫১.২০১০-৯৫

তারিখ: ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ / ২৩ মে ২০২৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম, উপপরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ঢাকায় কর্মরত থাকা অবস্থায় (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত সংযুক্ত: প্রধান কার্যালয়, ঢাকা) তার বিরুদ্ধে শ্রম অধিদপ্তরে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের আবেদন নিষ্পত্তিতে সেবা গ্রাহকের সাথে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে আলাপরত একটি ভিডিও এবং অডিও ক্লিপ বেসরকারি টিভি (আরটিভি) চ্যানেলে প্রকাশিত হয়। দাপ্তরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে তাকে শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ে বদলির (সংযুক্তি) অনুরোধ জানিয়ে শ্রম অধিদপ্তর হতে বিগত ১১-০৭-২০২৪ তারিখে সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। সেপ্রেক্ষিতে, জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম-কে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে কেন তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না ব্যাখ্যাসহ দাখিল করার জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়।

০২। যেহেতু, জনাব সাইকুল ইসলামের দাখিলকৃত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পর্যালোচনায় বর্ণিত অভিযোগসমূহে তার সম্পৃক্ততার সত্যতা রয়েছে মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় বিষয়টি অধিকতর পরীক্ষা/নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে প্রশাসনিক তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য শ্রম অধিদপ্তর কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়; একই সাথে বিগত ১৮-০৭-২০২৪ তারিখ হতে তাকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করে আদেশ জারি করা হয়। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম কর্তৃক অবৈধ অর্থ গ্রহণের বিষয়টির সত্যতা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) এবং ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি পরায়ণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা ০১/২০২৪ রুজুপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে বিগত ২৫-০৮-২০২৪ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়।

০৩। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন। অতঃপর ১২-১১-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনাতিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত ও মৌখিক জবাব পর্যালোচনায় বিষয়টি অধিকতর তদন্তের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে, অভিযুক্ত জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২ (খ) এবং ৩ (খ) ও (ঘ) উপবিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধের আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় অভিযুক্ত জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৭ এর উপবিধি ৮ অনুযায়ী গুরুদন্ডাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে কেন তাকে 'নিম্নপদ বা নিম্নবেতন গ্রেডে' অবনমিতকরণ এর গুরুদন্ডাদেশ প্রদান করা হবেনা সে বিষয়ে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়।

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রেরণ করেন। জবাবে তিনি ভিডিও ক্লিপে প্রদর্শিত আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য চিত্রটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুপার এডিট করে তার ছবি এবং ভয়েস এডিটিং করে এ ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন। বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রমে অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহিতা হিসেবে ফমকম ফ্যাশন লিঃ, গাজীপুর এর শ্রমিক কিংবা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ,একতা শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এবং তথা কথিত সাংবাদিক আরটিভির রিপোর্টারের মতামত ও জবানবন্দি নেয়া হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্তের মৌখিক কোন বক্তব্য শ্রবণ না করে শুধুমাত্র লিখিত জবাব গ্রহণ করেছেন। তাকে দালিলিক কিংবা প্রাসঙ্গিক কোন সাক্ষী উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করা হয়নি। এছাড়া, তদন্ত কর্মকর্তা সেবা গ্রহীতা হিসেবে কারো সাক্ষ্য

CamScanner

না নিয়ে শুধুমাত্র শ্রম অধিদপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাক্ষ্য নিয়েছেন। তবে তার সম্মুখে কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি এবং তিনি সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়েছেন। এছাড়া, তাকে সাফাই সাক্ষী উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করা হয়নি, ইত্যাদি উল্লেখ করে তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত প্রার্থনাপূর্বক দাখিলকৃত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বরখাস্তকালীন সময়ে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য বকেয়াসহ যাবতীয় পাওনাদি পরিশোধের জন্য বিনীত অনুরোধ করেছেন।

০৫। জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম, উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), এর বিরুদ্ধে ১ম ও ২য় তদন্ত প্রতিবেদন, গৃহীত সাক্ষীদের সাক্ষ্য, অভিযুক্তের দাখিলকৃত জবাব, আরটিভির নিউজ এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। আরটিভির নিউজ এর পরিপ্রেক্ষিতে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১ম ও ২য় তদন্তে আরটিভি কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন সাংবাদিক তদন্ত কমিটিতে উপস্থিত হয়ে ঘুষ গ্রহণের পক্ষে কোন সাক্ষ্য দেননি বা কথিত ঘুষ দাতাও তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেননি। অপরপক্ষে অভিযুক্ত মোঃ সাইকুল ইসলাম ঘুষ গ্রহনের বিষয়টি অস্বীকার করে তদন্ত কমিটিতে সাক্ষ্য দেন এবং লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। ফলে দেখা যায় ১ম ও ২য় তদন্ত কমিটি কর্তৃক শুধুমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আরটিভি এর সংবাদের উপর ভিত্তি করে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্থ করা হয়েছে। তাই অভিযুক্তকে গুরুদন্ডের পরিবর্তে লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

০৬। এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম , উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত)- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর ১ (ক) এবং উপ-বিধি ২ (১) (খ) অনুসারে লঘুদন্ড হিসেবে আগামী ০১ (এক) বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার দন্ড প্রদান করা হলো। তিনি দন্ডের মেয়াদ শেষে স্থগিতকৃত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে। তিনি বিধিমোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। একই সাথে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

০৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

২৬/০৫/২০২৬

(মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৪০.০১০.০৩৮.০১.০০.০৫১.২০১০-৯৫ (০১/১১)

তারিখ: ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ / ২৩ মে ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, বিজয়নগর, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের জন্য)।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সিজিএ অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম, উপপারিচালক(সাময়িক বরখাস্ত), শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (স্থায়ী ঠিকানা: পিতা: মোঃ আলী আকবর, গ্রাম+ডাকঘর: কৈতলা, থানা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া)।
০৮। জেলা একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, ঢাকা।
০৯। যুগ্মসচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। যুগ্মসচিব (সংস্থাপন অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

২৬/০৫/২০২৬

(মোহাম্মদ মাসুম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ০২৫৫১০০৩৩৯

CamScanner